ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ছিলেন আবুল আম্বিয়া বা নাবীগণের পিতা। কেননা তাঁর বংশধর হতেই পরবর্তী নাবী-রাসূলগণের আগমন হয়। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির পিতা। তাঁর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশে জন্ম নেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম।

নবুওয়াত ও রিসালাতঃ নূহ আলাইহিস সালাম এর পড়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অনেক নাবীরও আগমন ঘটে। সকল নাবীই মানব জাতিকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার আহবান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনাই মানুষ ভুলে যায় তাওহীদের পথ, শুরু করে প্রতিমা পুজা। এমনি এক মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কে দান করেন নবুওয়াত ও রিসালাত।

তাওহীদের প্রতি আহবানঃ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাসহ সকলকে বিভিন্ন ধরনের মূর্তির পূজা করতে দেখেন। তাই তিনি স্বীয় জাতিকে সে সকল মূর্তির ইবাদাত ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার জন্য দাওয়াত দেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকে বহু যুক্তি দিয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার আহবান জানান। তিনি পিতা আজরকে বললেনঃ ''হে আমার পিতা ! এমন বস্তুর কেন ইবাদাত করেন, যে কিছু শুনে না, কিছু দেখে না এবং আপনার কোন উপকার করতে পারে না। হে আমার পিতা ! এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করুন যিনি সমগ্র পৃথিবীর মালিক।

তৎকালীন বাদশা নমরুদের প্রতি দাওয়াতঃ একদিন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেনঃ আমার রব ঐ আল্লাহ্, যিনি জীবন-মরণের মালিক। নমরুদ বললঃ আমিও জীবন-মরণের মালিক। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেনঃ আল্লাহ্ তো পূর্বদিকে সূর্য উঠান। তুমি তা পশ্চিম দিকে উঠাও তো দেখি। তখন নমরুদ অক্ষম ও হতবাক হয়ে গেল। তারপরও সে ঈমান আনল না।

মুসলিম জাতির পিতাঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কে মুসলিম জাতির পিতা বলে ঘোষনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ **(مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ)**

''তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, তিনি তোমাদের নামকরন করেছিলেন মুসলমান''। (সূরা আল হাজ্জ-৭৮)